

তাড়াহুড়ো করার ক্ষতি

30-July-2020



সাপ্তাহিক সূন্যতে ভরা ইজতিমার
সূন্যতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাঞ্জিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحٰبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحٰبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

দরুদ শরীফের ফযীলত

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ
 অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (কপটতা) ও দোষখের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামু আওসাত, মান ইসমুহ মুহাম্মদ, ৫/২৫২, হাদীস ৭২৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “رَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয় কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

- * দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
- * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।
- * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
- * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো।
- * تَوْبُوْا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوا اللَّهَ، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ইত্যাদি

শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনির মনতুষ্টির জন্য নিশ্চয়ই উত্তর প্রদান করবো। * বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। * বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। * বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। * যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের সাপ্তাহিক সূন্বাতে ভরা ইজতিমার বয়ানের বিষয়বস্তু হলো “তাড়াহুড়ো করার ক্ষতি”। তাড়াহুড়ো করার কারণে কি কি ক্ষতি হতে পারে, কোন কাজে তাড়াহুড়ো করা হয় এবং কোন কাজে তাড়াহুড়ো করা উচিত, এসব ও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বয়ান করা হবে। আহ! আমাদের যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়ত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “জলদবাজি কে নুকসানাতে” এর ২৭নং পৃষ্ঠায় একটি শিক্ষণীয় হাদীসে পাক রয়েছে, আসুন! শুনি:

২বার নামায পড়ালেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি মসজিদে আসলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদের এক কোণায় উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ব্যক্তি নামায পড়লো এবং হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে সালাম করলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে ইরশাদ করলেন: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ, ফিরে যাও, নামায পড়ো, তুমি নামায পড়োনি। সে ফিরে গেলো, নামায পড়লো অতঃপর ফিরে এসে সালাম করলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ, ফিরে যাও, নামায পড়ো, তুমি নামায পড়োনি। সে তৃতীয়বার বা এরপর আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!

আমাকে শিখিয়ে দিন। **হুযুর** **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: যখন তুমি নামাযের জন্য উঠো তখন অযু পরিপূর্ণভাবে করো, অতঃপর কাবার দিকে মুখ করো, এরপর তাকবীর বলো, এবার যেভাবে কোরআন সহজ হয় পাঠ করে নাও, অতঃপর রুকু করো, এমনকি রুকুতে শান্ত হয়ে যাও, এবার উঠো এমনকি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর সিজদা করো এমনভাবে যে, প্রশান্ত হয়ে যাও, এবার শান্ত হয়ে বসো অতঃপর নিজের সম্পূর্ণ নামাযে এমনই করো। (বুখারী, কিতাবুল ইত্তিফান, ৪/২৭১, হাদীস ৬২৫১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে ৪টি বিষয় জানা গেলো:

(১) প্রথমটি হলো, পূর্বেকার লোকেরা সালামের ন্যায় প্রিয় সুন্নাতের প্রতি আমলকারী ছিলো, যতবারই সাক্ষাত হোক না কেন তবুও তারা সালাম অবশ্যই করতো। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে অন্যান্য সুন্নাতের ন্যায় এই সুন্নাতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। লোকেরা যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন **السَّلَامُ عَلَيْهِمْ** দ্বারা শুরু করার পরিবর্তে “আদাব”, “কি অবস্থা?”, “শরীর কেমন”, “সুপ্রভাত”, “শুভ সন্ধ্যা” ইত্যাদি আশ্চর্য জনক বাক্য দ্বারা শুরু করে, অনুরূপভাবে অনেকে হাতের ইশারায় সালাম করে থাকে আর এভাবে সালামের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রের অলসতা করা হয়, এসবই সুন্নাত পরিপন্থি। অনেকের নির্ভিকতার অবস্থা এমন যে, তারা সাক্ষাতের সময় সালাম করার পরিবর্তে **مَعَاذَ اللهِ** গালি দিয়ে কথা শুরু করে, যেমনটি আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন: আমি স্বয়ং নিজের চোখে দেখেছি এবং কানে শুনেছি (যে,) সালামের স্থলে (মানুষকে) গালি দিতে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৫০ পৃষ্ঠা) আহ! যদি প্রত্যেক মুসলমান সালামের গুরুত্ব বুঝে যেতো এবং আবারো একবার এই সুন্নাতটির প্রচলন হয়ে যেতো। সালামের মহান সুন্নাত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পুস্তিকা “১০১ মাদানী ফুল” এবং মাকতাবাতুল মদীনা কিতাব “সুন্নাত ও আদাব” অধ্যয়ন করুন।

(২) দ্বিতীয়টি হলো, যদি আমাদেরকে কেউ আমাদের দোষ গুলো সম্পর্কে অবহিত করে, আমাদের কোন দুর্বলতা বর্ণনা করে, আমাদের সংশোধন করে তবে আমাদের রাগান্বিত হওয়া এবং নিজের জেদের উপর অটল থাকার পরিবর্তে নিজের

সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। আফসোস! অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, যদি কোন ইসলামী বোন কাউকে তার দোষ বলে বা উপদেশ দেয় তবে সেই বেচারীর বিপদ এসে যায়, তার উপর বিদ্বেষ ও সমালোচনার তীর বর্ষণ করা হয়, যেমন; জুমা জুমা আট দিনও হয়নি, এসেছে বড়দের উপদেশ দিতে, দু'চারটি কি পড়েছে, নিজেই জানে না নিজেকে কি মনে করছে, প্রথমে নিজেকে তো নেক বানিয়ে নাও, তারপর আমাকে বলো, ব্যস ব্যস আমি সব জানি, আমাকে শিখাতে এসো না, যাও যাও নিজের কাজ করো। ইত্যাদি।

যাই হোক, যদি কোন ইসলামী বোন আমাদেরকে আমাদের দোষ সম্পর্কে বলে, আমাদের উপদেশ দেয় এবং ভাল নিয়তে আমাদেরকে সংশোধন করে তবে আমাদের তাকে শত্রু (Enemy) নয় বরং সহানুভূতী জ্ঞাপনকারী মনে করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত, আসুন! এপ্রসঙ্গে আল্লাহ ওয়ালাদের ধরণ অবলোকন করি।

আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رضي الله عنه বলেন: আমার ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ, যে আমার দোষ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে।

(আত তাবকাহু লি ইবনে সাআদ, নম্বর ৫৬, আদী বিন কাআব, ৩/২২২)

সায়্যিদী আলা হযরত رضي الله عنه বলেন: ন্যায় পরায়ণ তো ঐ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হয়ে থাকে, যে তাকে সঠিক পথ দেখায়।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ২২০ পৃষ্ঠা)

(৩) তৃতীয়টি হলো, সংশোধন করতে উত্তম চরিত্র ও নশ্তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনেক ইসলামী ভাই নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার প্রেরণাও রাখে, গুনাহে লিপ্ত মানুষের সংশোধনের জন্য উৎকর্ষিতও হয়, অসংখ্য ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত চেষ্টাও করে যে, সমাজ থেকে মন্দ বিষয় দূর হয়ে যাক এবং চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত এসে যাক, কিন্তু কড়া ভাষা, অসদাচরণ, রাগ, কটু বাক্য, সমালোচক মানসিকতা এবং সবার সামনে ধমক দিয়ে বুঝানোর ন্যায় অভ্যাসের কারণে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে আশানুরূপ সফলতা পায় না, বরং উল্টো ক্ষতি হয়, সুতরাং যদি আমরা আসলেই উন্নতির সংশোধনের প্রেরণায় একনিষ্ট হই, তবে আমাদের উচিত, আমরা সংশোধন করার সময় নশ্তা ভাষা

ব্যবহার করা, সদাচরন করা, ক্ষমা ও মার্জনা করা, মিষ্ট কথা বলা, সমালোচনা করা থেকে বেঁচে থাকা এবং যথাসম্ভব একাকী বুঝানোর চেষ্টা করা, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** এর অনন্য ফল (results) পাওয়া যাবে।

আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিতাব “নেকীর দাওয়াত”, পুস্তিকা “মিষ্ট ভাষা” এবং “ক্ষমা ও মার্জনার ফযীলত” অধ্যয়ন করাতে খুবই ভাল জ্ঞান অর্জিত হবে যে, নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী একজন মুবাশ্বিগার কেমন হওয়া উচিত? মুবাশ্বিগার নৈতিক চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? অন্যকে ক্ষমা করার প্রেরণা কেমন হওয়া উচিত? ইত্যাদি।

(৪) চতুর্থটি হলো, তাড়াছড়ো করা এমন একটি মন্দ আপদ, যদি তা ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তবে অনেক সময় একে অসম্পূর্ণ বরণ নষ্টই করে দেয়। আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের অনেক কম সংখ্যক লোক নামায পড়ে আর যারা পড়ে তাদের মধ্যেও অনেক মূর্খ লোক তাড়াছড়ো করার কারণে নিজের নামাযকে নষ্ট করে দেয়। এরূপ ব্যক্তিদের নামায চোর বলা হয়েছে।

নামায চোর

প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো সেই, যে নিজের নামাযে চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** আরয করলেন: ইয়া রাসূলান্নাহ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! কোনো ব্যক্তি নিজের নামাযে কিভাবে চুরি করতে পারে? তখন হযুর **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: সে তার রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না। অথবা ইরশাদ করেন: সে রুকু ও সিজদায় নিজের পিঠ সোজা করে না।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবী সাইদ খুদুরী, ৪/১১২, হাদীস ১১৫৩২)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** এই হাদীসে পাকের আলোকে যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো: নামাযের চোর সর্বনিকৃষ্ট চোর এই জন্যই, কেননা সম্পদের চোর যদি শান্তিও পায় তবুও কিছু না কিছু চুরিকৃত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হয়। সম্পদের চোর বান্দার হক নষ্ট করে আর নামাযের চোর আল্লাহ পাকের হক নষ্ট করে। সম্পদের চোর এখানে শান্তি পেয়ে আখিরাতের আযাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু নামাযের চোরের এই বিষয়টি নেই। সম্পদের চোরকে তো

অনেক সময় মালিক ক্ষমা করে দিতে পারে কিন্তু নামাযের চোরের ক্ষমার কোন উপায় নেই। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৭৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! রুকু ও সিজদায় অলসতা করা নামাযে চুরি এবং এমনভাবে তাড়াছড়ো করে নামায পড়া যে, রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়না, এটা কখনোই গর্ব ও উৎকর্ষতার বিষয় নয় বরং চিন্তার বিষয়। মনে রাখবেন! নামায হলো আল্লাহ পাকের নির্ধারন করা ফরযসমূহের মধ্যে একটি ফরয, একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, নামায আদায়কারী সৌভাগ্যবানকে এটা শিক্ষা নেয়া উচিত যে, বিশুদ্ধভাবে নামায কিভাবে পড়তে হবে? নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুনাত সমূহ কি কি? কোন কাজ সমূহ করাতে নামায হয়ই না, বা ভঙ্গ হয়ে যায় অথবা আবারো পড়তে হয়, শরয়ী সফরের সময় নামায কিভাবে পড়তে হয়? যার দায়িত্বে অসংখ্য নামায কাযা রয়েছে, তা কিভাবে আদায় করবে? আল্লাহ পাক আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীকে কিয়ামত পর্যন্ত উন্নতি নসীব করুক, যা লাখে লাখ বেনামাযীকে নামাযী বানিয়েছে, নামায আদায়কারীর নামাযকে বিশুদ্ধ করিয়েছে, জি হ্যাঁ! যদি আপনারাও নামায বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখতে চান, তো আসুন! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করে নূরে কোরআন এবং ফয়যানে নামাযা দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করে নিন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! নামায না পড়া ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে।

মন্দ মৃত্যুর আশংকা

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে নামায পড়ার সময় রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করছে না, তখন তিনি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বললেন: “তুমি যে নামায পড়েছো, যদি এই নামাযের অবস্থায় মারা যাও তবে হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তরীকায় তোমার মৃত্যু হবে না।”

(বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/২৮৪, হাদীস ৮০৮)

নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় এটাও রয়েছে: তিনি **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কবে থেকে এই ধরনের নামায পড়ছো? সে বললো: চল্লিশ বছর ধরে। তখন তিনি **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** তাকে বললেন: তুমি চল্লিশ বছর একেবারে কোন নামাযই পড়োনি আর যদি এই অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায় তবে তুমি দীনে মুহাম্মদীয় মরবে না। (নাসায়ী, কিতাবুস সাছ, বাবু তাভফিফুস সালাত, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩০৯)

নামায সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আহকাম জানতে এবং শিখতে আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিতাব “নামাযের আহকাম” অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনো! আফসোস! কোরআনী আহকাম এবং প্রিয় মুস্তফা **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর শিক্ষা থেকে দূরত্বের কারণে আজ সমাজের একটি বিরাট অংশ তাড়াহুড়ো করার মন্দ আপদে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে এবং পরবর্তিতে আফসোস করছে। আসুন! তাড়াহুড়ো করার আরো কিছু ক্ষতি সম্পর্কে শুনি যাতে যদি আমাদের মধ্যে কেউ এই মন্দ আপদে লিপ্ত থাকে তবে তার নিজেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ অর্জন হয়:

তাড়াহুড়ো করার ক্ষয়ক্ষতি

মনে রাখবেন! ☆ তাড়াহুড়ো করা আল্লাহ পাকের অপছন্দীয় বিষয়, ☆ তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, ☆ এতে গোছানো কাজও বিগড়ে যায়, ☆ বিফলতার মুখ দেখায়, ☆ আফসোসের কারণ হয়, ☆ সম্মান ও মর্যাদা উভয়টি নষ্ট হয়, ☆ এর কারণে বারবার ক্ষমা চাইতে হয়, ☆ সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ☆ অপরের চোখে লজ্জিত করে দেয়, ☆ সম্পদশালীকে নিঃশব্দ করে দেয়, ☆ মানুষকে হাসপাতালের বিছানা পর্যন্ত নিয়ে যায়, ☆ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, ☆ মানুষকে কবরের গর্তে ফেলে দেয়, ☆ নামায এবং অন্যান্য ইবাদত যেমন; নামা, রোযা, হজ্জ এবং কুরবানী ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়, ☆ আত্মীয়তার সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, ☆ অপরের ক্ষতি করিয়ে দেয়, ☆ এর কারণে একই কাজকে বারবার করতে হয়, যার কারণে অন্যান্য কাজও দেরীর শিকার হয় এবং সময়ও নষ্ট হয়, ☆ এর কারণে অন্যের ভরসা উঠে যায়, ☆ চাহিদকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন

হয়না, ☆ তাড়াছড়ো করে কোন কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করাতে কোন উপকার হয় না এবং এর বিষয়বস্তু মনেও থাকে না, ☆ লেখা, রয়ান ও কথাবার্তা প্রভাবহীন হয়ে যায়, ☆ স্বামী স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক চুরমার হয়ে যায়, ☆ অধিকাংশ সাংগঠনিক ব্যাপারেও ক্ষতির কারণ হয়ে যায়, ☆ তাড়াছড়োকারী মানুষ একনিষ্ট লোক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, ☆ ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, ☆ তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে, ☆ কাজ করার পূর্বে এর ভাল ও মন্দ দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে না এবং এভাবে প্রায় সে নিজের ক্ষতি করে বসে, ☆ ভালকে খারাপ এবং খারাপকে ভাল মনে করে থাকে, ☆ প্রত্যেককেই অন্ধ বিশ্বাস করে বসে, ☆ প্রত্যেকের ব্যাপারে শরয়ী হুকুম লাগানোতে নির্ভয় হয়ে যায়, ☆ খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও অসতর্কতা অবলম্বন করে, ☆ নিজের সংগঠন, কমিটি এবং প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ☆ তাড়াছড়োকারী মানুষের উদাহরন ঐ লোকের ন্যায় “যে শুনে সবার করে নিজের”, ☆ নিজের হক নেয়ার চক্রে অন্যের হক নষ্ট করে দেয়, ☆ তাড়াছড়োকারী ধোকা খেয়ে যায়, ☆ মুসলমানকে কষ্ট দেয়ারও কারণ হয় এবং তাড়াছড়ো করার নিন্দা কোরআনে করীমেও বয়ান করা হয়েছে।

১৫তম পারা, সূরা বনী ইসরাঈলের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَيَذُرُّ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং মানুষ অতিমাত্রায় তুরাপ্রিয়।

তাড়াছড়ো করার নিন্দা

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে তাফসীরে সীরাতুল জিনানে বর্ণিত রয়েছে: এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, মানুষ খুবই তুরাপ্রিয়। এটিকে সামনে রেখে দেখা হলে তবে আমাদের সমাজে মানুষের একটি বড় অংশ এমন দেখা যাবে, যারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় ধরনের কাজে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাড়াছড়ো করে থাকে, যেমন; অযু, নামায ও তারাবিহ এবং হজ্জের আরকান সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে, কোরআন তিলাওয়াত, রোযা, কুরবানী, দোয়ার কবুলিয়ত, বদ দোয়া করা, কাউকে গুনাহগার ঘোষণা করে দেয়া, কারো বিরুদ্ধে কুধারনা করা, দুনিয়া অশ্বেষণ করা এবং

না পাওয়াতে অভিযোগ করা, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা, কারো সাথে ঝগড়া করা, কারো উপর রাগ ঝাড়া, কারো বিরুদ্ধে বা কোন কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া, গাড়ি থেকে নামা বা ছাড়া এবং রাস্তা পার হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে মানুষ তাড়াহুড়ো করে থাকে, যার ফলে অনেক সময় (Sometimes) মানুষের ইবাদতই নষ্ট হয়ে যায় এবং কখনো দুনিয়াবী ব্যাপারেও প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যায় আর তার লজ্জিত হওয়া ও আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা।

সীরাতুল জিনান, ১৫তম পারা, সূরা বনী ইসরাঈল, ১১নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/৪২৮)

আসুন! এ ব্যাপারে দু'টি হাদীসে পাক ও দু'টি বুয়ুর্গানে দ্বীনের বাণী শ্রবণ করি আর তাড়াহুড়ো করার আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শায়খ আব্দুল কায়েসকে ইরশাদ করেন: তোমার মাঝে দু'টি অভ্যাস এমন রয়েছে, যা আল্লাহ পাকের প্রিয়, (১) সহনশীলতা এবং (২) তাড়াহুড়ো না করা। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৭, হাদীস ২০১৮)

হযরত সাহল বিন সাআদ সাআদী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: প্রশান্তি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়ো শয়তানের পক্ষ থেকে। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৮, হাদীস ২০১৯)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাজ্জী رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ দুনিয়াবী এবং দ্বীনি কাজ প্রশান্তিতে করা আল্লাহ পাকের ইলহাম আর এতে তাড়াহুড়ো করা শয়তানী কুমন্ত্রণা। এই অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা থেকে জানা গেলো, এই হাদীস এই আয়াতে করীমার বিরোধী নয়: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩) (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং (তোমরা) দ্রুত অগ্রসর হও, আপন প্রতিপালকের ক্ষমার প্রতি।) আর না এই আয়াতের বিরোধী: يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৪) (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সৎ কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়।) এখানে দ্বীনি কাজে দেরী না করা, দ্রুত আদায় করে নেয়ার সংজ্ঞা রয়েছে এবং এখানে স্বয়ং কাজে তাড়াহুড়ো করা যে, কাজ বিগড়ে যায়, তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, অনেকে দুই মিনিটে চার রাকাত পড়ে নেয়, এটা হলো তাড়াহুড়ো, ইবাদতের কাজে তাড়াহুড়ো করা মন্দ। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৬/৬২৫)

হযরত আল্লামা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাড়াহুড়ো তো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, কিন্তু সে নিজে তাড়াহুড়ো করেনা বরং মানুষকে এমনভাবে ধীরে ধীরে গুনাহে লিপ্ত করে দেয় যে, সে বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কাজ করার পূর্বে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করে নেয়, তবে সে তার এই কাজের অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে নেয়, অতএব যতক্ষণ কোন কাজে অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হবে না, তবে সেই কাজে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়, শুধুমাত্র ঐসকল কাজে যা দ্রুত করা ওয়াজিব হয় এবং এতে চিন্তাভাবনা করার কোন প্রয়োজনই নাই।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবানির, ১/১৮১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রাস্তা পার হতে তাড়াহুড়ো

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তাড়াহুড়ো করার কারণে গাড়িগুলো এক্সিডেন্ট করে, গাড়ির প্রবল ক্ষতি সাধিত হয়, পথচারিরা খেতলে যায়, চালকরা শুধু নিজের নয় বরং অন্যান্যদেরও ক্ষতি সাধন করে বসে, অনেকে আহত হয়ে যায়, সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়, মোটকথা এই তাড়াহুড়ো করার কারণে অনেক মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়।

মনে রাখবেন! গন্তব্যে পৌঁছার জন্য রাস্তা পাড় হওয়াতে তাড়াহুড়ো করাতে মানুষকে ঘরের পরিবর্তে কবরস্থানেও পৌঁছে দিতে পারে। অতএব নিরাপত্তা এতেই যে, রাস্তা পাড় হতে তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে ধৈর্য ও সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এমন ট্রাফিক আইন (Traffic Rules) যা শরীয়াত বিরোধী নয়, তা মেনে চলা। إِنَّ شَاءَ اللهُ এর বরকতে দুর্ঘটনা আশানুরূপ হারে কমে যাবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে ৬৩টি মাদানী ইনআমাত থেকে মানানী ইনআম নম্বর ১৪ সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং এর উপর আমল করার নিয়্যত করি।

মাদানী ইনআম নম্বর ১৪: আপনি কি আজকে একাত্তার সাথে কমপক্ষে ১২ মিনিট ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজ আমলের হিসাব) করাবস্থায় যেসব মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে, পুস্তিকায় সেগুলোর ঘর পূরণ করেছেন?

আফসোস! ইসলামী বোনদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে, যারা চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপারে অলসতা করে রাখাকে, অতএব আজ এই দৃঢ় নিয়ত করে নিন যে, এখন থেকে এই বিষয়ে অলসতা করবো না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

খাবার খাওয়াতে তাড়াছড়ো

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! খাবার খাওয়াতে তাড়াছড়ো করা অনেক দিক থেকে ক্ষতি করতে পারে। লালসায় পড়ে লোক খাবারকে ভালভাবে না চিবিয়ে তাড়াছড়ো করে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে থাকে, মনে রাখবেন! খাবার ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত, কেননা তাড়াছড়ো করার কারণে ভালভাবে না চিবিয়েই গিলে ফেলাতে পাকস্থলীকে তা হজম করতে অনেক কষ্ট করতে হয়, এভাবে দাঁতের কাজ নাড়িভূড়িকে করতে হয়। অনুরূপভাবে অনেকে গরম খাবার ও চা খুবই পছন্দ করে থাকে, এই আত্মহের কারণে তারা নিজের মুখও পুড়িয়ে ফেলে। মনে রাখবেন! খুবই গরম খাবার খাওয়া বা গরম চা অথবা কফি ইত্যাদি পান করাতে মুখ এবং গলার চামড়া, পাকস্থলীর প্রদাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর সাথেসাথেই ঠান্ডা পানি পান করাতে মাঁড়ি এবং পাকস্থলীর ক্ষতি সাধিত হয়, অতএব খাবার সামান্য ঠান্ডা করেই খাওয়া উচিত।

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ তাঁর কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” প্রথম খন্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: গরম খাবার ঠান্ডা করে নাও, কারণ গরম খাবারে বরকত হয় না।

(মুসতাদরাক, কিতাবুত তাআম, ৪/১৩২, হাদীস ৭২০৭)

খাবার কতটুকু ঠান্ডা করতে হবে?

হযরত সায়্যিদাতুনা জুয়াইরিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খাবারের বাষ্প শেষ হওয়ার পূর্বে তা খাওয়া অপছন্দ করতেন।

(মু'জাম কবীর, ২৪/৬৬, হাদীস ১৭২)

খাবার খাওয়ার আরো আদব এবং এ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানতে আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” এর অধ্যায় “পেটের কুফলে মদীনা”, “খাবারের আদব” এবং পুস্তিকা “খাবারের ইসলামী পদ্ধতি” অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইহকালিন ও পরকালিন ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে, আমরাও তাড়াছড়ো করাতে অভ্যস্ত নই তো? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ঐরূপ কিছু কাজ সম্পর্কে শুনি, যাতে সাধারণত তাড়াছড়ো করা হয়ে থাকে।

ঐ সকল কাজ, যাতে তাড়াছড়ো করা হয়

★ অযু করা ★ নামায পড়া ★ কোরআন তিলাওয়াত করা ★ রোযার ইফতার করা ★ তারাবিহ পড়া ★ কুরবানি করা ★ হজ্জের আরকান সমূহ আদায় করা ★ দোয়ার কবুলিয়ত ★ বদদোয়া ★ দরুদে পাক লিখা ও পড়াতে ★ ওযীফার ফলে উপকার তালাশে ★ দুনিয়া অশ্বেষণে ★ বিবাহের সম্পর্ক স্থির করতে ★ চিকিৎসা করাতে ★ প্রভাবিত হতে ★ ভীড়ের মধ্যে ★ ছত্রভঙ্গ করা অবস্থায় পালানোতে ★ ভাড়ায় বাড়ি নেয়াতে ★ বাড়িতে চাকর রাখাতে ★ কাউকে গুনাহগার বলাতে ★ কোন কিছু কিনতে ★ বগড়া করাতে ★ শরয়ী মাসআলার উত্তর দিতে ★ শিশুদের বগড়ার প্রতিফল দাঁড় করাতে ★ গুনাহের স্বাদ গ্রহন করাতে ★ রাগ প্রতিষ্ঠা করাতে ★ সংগঠন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে ★ কথাবার্তা বলাতে ★ খাবার খাওয়াতে ★ কুখারনা করাতে ★ রাস্তা পার হতে ★ গাড়িতে উঠতে বা নামতে ★ দুঃখজনক সংবাদ শুনাতে ★ বুঝাতে ★ অভিযোগ করতে ★ মৃত্যু প্রার্থনা করতে ★ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে ★ অধ্যয়ন করাতে ★ সাক্ষাত ★ সংবাদ দিতে ★ কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ★ সিদ্ধান্ত দিতে ★ লিখতে ★ পরীক্ষা এবং ★ পীর বানাতে তাড়াছড়ো করা ইত্যাদি। (মনে রাখবেন! এই সংখ্যাটি চূড়ান্ত (Final) নয়, বরং এগুলো ছাড়াও আরো অসংখ্য কাজে তাড়াছড়ো করা হয়।)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা তাড়াছড়ো করার ক্ষতি সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! তাড়াছড়ো করা যদিও শয়তানী কাজ তবে কিছু কাজ এমন রয়েছে, যাতে তাড়াছড়ো করা জরুরী এবং শরীয়াত একে পছন্দ করে আর তা করাতে দেরী করা উচিত নয়, কিন্তু তাড়াছড়ো করার উদ্দেশ্য হলো, তা করাতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া, এমন নয় যে, এই কাজগুলো দ্রুত করার চেষ্টায় বিগড়ে দেয়া বা অসম্পূর্ণ (Incomplete) রেখে দেয়া। মনে রাখবেন! সকল কাজে বিলম্ব ও সতর্কতার সহকারে করুন কিন্তু আখিরাতের কাজে তাড়াছড়ো করা উত্তম, কেননা মৃত্যুর কোন নিশ্চয়তা নেই। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২৪)

আখিরাতের কাজে তাড়াছড়ো করা উচিত

হাদীসে পাকে রয়েছে: সবকিছুতেই প্রশান্তভাব হোক, শুধু আখিরাতের কাজ ব্যতীত। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, আবু ফির রফিক, ৪/৩৩৫, হাদীস ৪৮১০)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়া রখান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ দুনিয়াবী কাজে দেরী করা ভাল, কেননা হয়তো সেই কাজ খারাপ হতে পারে, দেরী করাতে এর খারাপ সম্পর্কে জানা যাবে এবং আমার তা থেকে বিরত থাকতে পারবো কিন্তু আখিরাতের কাজ তো ভালই ভাল, তা সুযোগ (Chance) পেতেই করে নাও, কেননা দেরী করাতে সম্ভবত সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রায় দেখা গেছে যে, অনেকেই হজ্জের সুযোগ পেলো কিন্তু করলো না অতঃপর পরে আর করতে পারেনি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ কল্যাণের কাজে তাড়াতাড়ি করো। (পারা ২, বাকর, আয়াত ১৪৮) শয়তান কল্যাণের কাজে দেরী করিয়ে অবশেষে তা থেকে বিরত রেখে দেয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২৭)

আসুন! এবার শুনবো যে, কোন কোন কাজে তাড়াছড়ো করা আবশ্যিক।

৬টি কাজে তাড়াছড়ো করা আবশ্যিক

“হিকায়াতের অউর নসিহতের” কিতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: বর্ণিত আছে; তাড়াছড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে কিন্তু এই ছয়টি (৬) কাজে তাড়াছড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে নয়, আর তা হলো (১) যখন নামাযের সময় হবে তখন এতে

তাড়াছড়ো করা, (২) মেহমান এলে তবে তার মেহমানদারী করা, (৩) কারো মৃত্যুতে তার কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা, (৪) কন্যা সন্তান সাবালিকা হয়ে গেলে তার বিবাহ দেয়া, (৫) ঋণ পরিশোধ করার সময় এসে গেলে তবে তা দ্রুত আদায় করা এবং (৬) কোন গুনাহ হয়ে গেলে তবে সাথে সাথে তাওবা করা।

(আর রউয়ুল ফায়েক, ৮৬ পৃষ্ঠা)

কোন কাজ সমূহে দেরী করা উচিত নয়?

“জলদবাজি কে নুকসানাত” কিতাবের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

★ নামাযের জন্য উঠতে দেরী করবেন না। ★ নামাযের সময় হলে নামায আদায়ে দেরী করবেন না। ★ ঋণ পরিশোধে তাড়াছড়ো করুন। ★ প্রথমেই সালাম করুন। ★ ফরয হজ্জের জন্য যেতে দেরী করবেন না। ★ গোসল ফরয হলে গোসল করাতে তাড়াছড়ো করুন। ★ গুনাহ থেকে দ্রুত তাওবা করে নিন। ★ নেককার হওয়াতে তাড়াছড়ো করুন। ★ আল্লাহর পথে ব্যয় করাতে দেরী করবেন না। ★ সন্তান যুবক হয়ে গেলে তবে দ্রুত বিবাহ করিয়ে দিন। ★ মেহমানকে দ্রুত খাবার খাইয়ে দিন। ★ কাউকে সংশোধন করাতে দেরী করবেন না। ★ হক নষ্ট করাতে ক্ষমা চাওয়াতে তাড়াছড়ো করুন। ★ সাওয়াবে জারিয়া অর্জনের তাড়াছড়ো করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যিলহজ্জের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই মাসের ১৪ তারিখে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আন্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর সম্মানিত আব্বাজানের ওরশ উদযাপন করা হয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে তাঁর জীবনের কিছু দিক সম্পর্কে শ্রবণ করি।

আবু আন্তার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কল্যাণময় আলোচনা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর সম্মানিত আব্বাজান হাজী আব্দুর রহমান কাদেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নেককার, তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং শরীয়াত ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো, প্রায় দৃষ্টিকে নত রেখে চলাফেরা করা, তাঁর

অন্তরে দুনিয়াবী সম্পদের একেবারেই লোভ ছিলো না। তিনি মসজিদের প্রতি ভালবাসা এবং প্রচুর খেদমত করতেন। ১৯৭৯ সালে যখন আমীরে আহলে সুন্নাত “কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)” গিয়েছিলেন তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাঁর পিতার প্রতি খুবই প্রভাবিত পেয়েছিলেন, কেননা তিনি সেখানে আলিশান হানাফী মেমন মসজিদের ব্যবস্থাপনা দেখাশুনা করতেন এবং এই মসজিদের প্রচুর খেদমতও করেছিলেন। তিনি সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় বাইয়াত ছিলেন এবং কসীদায়ে গাউছিয়া নিয়মিত পাঠ করতেন। কলম্বোতে থাকাকালিন আমীরে আহলে সুন্নাতের খালু কথাবার্তার ফাঁকে বলেন: আমি স্বয়ং নিজের চোখে দেখেছি যে, যখন খাটে বসে আপনার পিতা কসীদায়ে গাউছিয়া পাঠ করতেন তখন খাট মাটি থেকে উপরে উঠে যেতো।

হজ্জের সফরে ওফাত

আমীরে আহলে সুন্নাত দুধপান করার বয়সেই তাঁর সম্মানিত পিতা ১৩৭০ হিজরীতে হজ্জের সফরে যাত্রা করেন। হজ্জের দিনগুলোতে মিনায় প্রচন্ড লু হাওয়ার কারণে অসংখ্য হাজীর মৃত্যু হয়েছিলো, আবু আন্তার হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِও সামান্য অসুস্থতার পর ১৪ যিলহজ্জ ১৩৭০ হিজরী এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। (তারিফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতা অর্জন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতা সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ পয়েন্ট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু’টি বাণী অবলোকন করুন: (১) ইরশাদ করেন: অল্পেতুষ্টিতা কখনো শেষ না হওয়া ভান্ডার। (আয যুহ্দ লিল বায়হাকী, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৪) (২) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সফল হয়ে গেছে, যে ইসলাম গ্রহন করলো এবং তাকে যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক দেয়া

হয়েছে আর আল্লাহ পাক তাকে যা কিছু দিয়েছে, তাতে অশ্লেতুষ্টিতাও দান করা হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪২৬) ★ মানুষ যা কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পায় তাতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে লোভ ও লালসাকে বর্জন করে দেয়াকে অশ্লেতুষ্টিতা বলে। (জান্নাতী যেওর, ১০৬ পৃষ্ঠা) ★ দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিস না থাকাতেও সন্তুষ্ট থাকা অশ্লেতুষ্টিতা। (আত তারিফাত লিজ জুরজানি, ১২৬ পৃষ্ঠা) ★ তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর রয়েছে: (১) আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ভরসা করা (২) তাঁর আদেশের সামনে মাথা অবনত করা (৩) নিজের ব্যাপার তাঁর নিকট সমর্পণ করে দেয়া। (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা) ★ দুনিয়াবী জিনিসে অশ্লেতুষ্টিতা এবং ধৈর্যধারন উত্তম কিন্তু আখিরাতের জিনিসে লোভ ও অধৈর্য ভাল, দ্বীনের কোন স্তরে পৌঁছে অশ্লেতুষ্টিতা করো, সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৭/১১২) ★ লোভ খুবই মন্দ স্বভাব এবং খুবই খারাপ অভ্যাস, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দার যে রিযিক ও নেয়ামত এবং ধন সম্পদ বা সম্মান ও মর্যাদা অর্জন হয়, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে অশ্লেতুষ্টিতা করে নেয়া উচিত। (জান্নাতী যেওর, ১১০ পৃষ্ঠা) ★ যার লুলুপ দৃষ্টি মানুষের সম্পদকে দেখতে থাকে, সে সর্বদা কষ্টে থাকবে। (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৯৮ পৃষ্ঠা) ★ বালআম বিন বাউরা যে অনেক বড় আলিম ও মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলো, লোভ ও লালসা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস করে দিলো। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) ★ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী, যে আমার দেয়া জিনিসে সবচেয়ে বেশি অশ্লেতুষ্টিতাকারী। (ইবনে আসাকির, নম্বর ৭৭৪০, মুসা বিন ইমরান, ৬১/১৩৯) ★ যদি মানুষের নিকট সম্পদের দু'টি উপত্যাকাও থাকে তবুও সে তৃতীয় উপত্যাকাটির আকাঙ্ক্ষা করবে এবং ইবনে আদমের পেটকে কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪১৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ